ট্যাক্‌সো দিও হাতির

অধীর বিশ্বাস

ফুলস্পিডের জিপটা গ্যাঁক করে ব্রেক চাপতেই মানুষজন খই-ফোটার মতন ছিটকে পড়ল রাস্তায়। বেচারা ড্রাইভারও টাল সামলাতে পারেনি। সামনের কাঁচ ফাটিয়ে মাথাটা জিপের সামনে বেরিয়ে গেল তার। তবু যে রক্ষে বিরাট কিছু অঘটন থেকে বাঁচিয়ে দিয়েছে ড্রাইভার।

জিপে ছিলেন সরকারি অফিসার। সঙ্গে কিছু লোক-লস্কর। কিছু খাবারদাবার, ফলমূল। শিলিগুড়ি শহর থেকে সরকারি বাংলো অনেক দূর। পাহাড় আর জঙ্গল পেরিয়ে যেতে হয়। তাই বাজারহাট বেশিরভাগই আসে শহর থেকে। আর বাংলোয় ফিরতে গিয়েই আজ এই বিপত্তি। এই অফিসার আর সহকর্মী সবাই প্রায় নতুন। তাই এই অঞ্চল আর ফরেস্টের জীবজন্তু সম্পর্কে খুব একটা ধারনা নেই। তবু তো অফিসার। অফিসারের দাপটই আলাদা।

গাড়ির লোক যারাই থাক, যত বড় কর্তাই হোক তা কিন্তু মোহন হাতি আর তার দলবলের দেখার কথা নয়। গাড়ির শব্দ শুনেছে। বন থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসেছে। এই শব্দ মানে মানুষজন পার হবে রাস্তা দিয়ে। সঙ্গে খাবারদাবার যাহোক তো কিছু থাকবে! মাহনের কথা-এই এলাকা দিয়ে সবাই আনন্দ করে খাবার নিয়ে চলে যাবে, অথচ বনের প্রাণীদের খাজনা দিয়ে যাবে না, তা কেন হবে? তাদেরও তো খিদে-তেষ্টা আছে। সুতরাং গাড়ির শব্দে এমন অ্যাটাক করা অন্যায় কিছু নয়। সে কিংবা তার সঙ্গী-সাথীরা তো কোনও মানুষ মারছে না! কিছু খাবার চাইছে। খাবার দাও, গাড়ি নিয়ে চলে যাও। কিছুকাল হল মোহন-হাতি, মোহন মোড়ল এমন রীতি চালু করেছে। তাতে অবশ্য হাতেনাতে ফল। পাহাড়ি আর জঙ্গল লাগোয়া মানুষজন জানে এই নিয়মের কথা। হঠাৎ হঠাৎ এমন অভিনব কায়দার আক্রমণে ওরা হাতির নাম দিয়েছে দস্যু হাতি। দস্যু মোহন।

মোহনের নির্দেশ অনুযায়ী মারুমহাতি ঠিক কাজেই করেছে। ঠিক মানে, গাছের গুঁড়িটা শুঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে এনে ফেলে দিল। ওতেই যা হবার হয়েছে। মোহন-হাতি শুঁড়

তুলে গোঙ্গানির মতন শব্দ করে নির্দেশ দিয়েছিল মারুম নামের এই কিশোর হাতিকে। মারুম আসলে এমন নির্দেশে অভ্যস্থ নয়। হুকুম পালন একটু দেরিতে হয়েছে। ভাগ্যিস শেষ মুহূর্তে ফেলেনি গুঁড়িটা। ফেললে জিপগাড়ি গুঁড়িয়ে যেত। মানুষজনের জান নিয়ে টানাটানি পড়ে যেত। কান্নাকাটি, রক্তারক্তি। সেই দৃশ্য কল্পনা করে বলা যায় মারুম আর ড্রাইভার বড্ড বাঁচান বাঁচিয়েছে। ড্রাইভারের অবশ্য কৃতিত্ব বেশি। আর, ক্ষয়ক্ষতি হলেও অতশত চিন্তা করে না মোহন–হাতি। মানুষরা কি তাদের কম ক্ষতি করেছে। বন কেটে দিচ্ছে। ফসল তুলে নিছে। তাদের কথা কেউ চিন্তা করছে না। দস্যু মোহন তাই দূরে দাঁড়িয়ে পরম নিশ্চিন্তে শুঁড় দুলিয়ে একটা গোটা বেল একবার মুখের মধ্যে পুরছিল আর একবার বের করছিল। সঙ্গী হাতিগুলো দুষ্টু জানোয়ারের মতন কুতকুতে চোখে মজা দেখছিল। মোহন শুঁড় উঁচিয়ে ডান পা তুলে উঁআর্উউঁ তুলেই হাটতে শুরু করে। হেঁটে আসছে গদাই লস্করি চালে ফরেস্ট্রের সামনে এই রাস্তামুখো। অন্যরা সারিবদ্ধভাবে পিছু পিছু। দলের মাঝে বাচ্চা শিমুইকে একেবারে ছোট্ট লাগছিল। সবার মাঝে ও এত আদরের যে মোহন মোড়লের এক সঙ্গী হাতি মাঝে মাঝেই শুঁড় লম্বা করে ভস্ ভস্ শ্বাস ফেলে ওর গায়ের ধুলোময়লা ঝেড়ে দিচ্ছিল। সেই আদর পেয়ে শিমুই ওর বিঘতখানের লেজটা দিয়ে নিজের গায়ে বাড়ি দিচ্ছিল। মোহন আবার হুঙ্কার দিয়ে দলবলসহ রাস্তায় পা দিল। দিয়ে, শুঁড় পেঁচিয়ে আহত মানুষজনদের কলাগাছ তোলার মতন এক এক করে জিপের মধ্যে তুলে দিল। এই সেবার কাজে অন্য হাতিরাও এগিয়ে এল। তারপর মোহন মুখের সে বেলটা পেঁচিয়ে এনে ওদের সামনে দোলাতে লাগল।

> **পড়ে কী বুঝলে?**
>
> 1. খই ফোটার মতো কী ছিটকে পড়লো?
> 2. গাড়ির শব্দ শুনে হাতিরা কেন রাস্তায় চলে আসে?
>   (ক) খাবারের জন্য (খ) মারবার জন্য
> 3. দস্যু হাতিটির কী নাম?

এই দৃশ্য এই অঞ্চলের মানুষের কাছে নতুন নয়। রাস্তার উপর জিপগাড়ি আর হাতির দঙ্গল দেখে একটা–দুটো মানুষ দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখতে লাগল। মোহন কিন্তু মাথা দুলিয়ে ডান পা তুলে শুঁড় দিয়ে বেলটা নাচিয়ে যায়। হাতির এই ভাষা সবাই কি চট্ করে বুঝতে পারে? অফিসার আর তার লোকজন ভাবছে, কী মতলব? বুদ্ধি করে তাদের

জিপে তুলে দিয়েছে ভাল-কথা। কিন্তু ওরা আর কী চায়? মোহন তো এর বেশি কিছু ইঙ্গিত দিতে পারে না। এই সাংকেতিক ভাষা যদি বুঝতে দেরি হয় তা হলে রাস্তার মাঝেই আটকে থাকো।

এতসব কান্ডকারখানা দেখে বুঝে দূরে দাঁড়িয়ে বুড়ো মতন মাথায় ঢোকা-দেওয়া লোকটা সাহস দেখিয়ে সামনে এল। এসে বলল, ''বাবুমশাইরা, হাতিরা খাবার চাইছে। খাবার দাও। পথ ছেড়ে দেবে।''

এমন কথায় কাজ হল। সরকারি অফিসার বেজায় রকমের আহত হওয়া সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গের লোকেদের উদ্দেশ্যে বললেন, 'এই ভজা, ফলের ঝুড়ি হাতিদের সামনে নামিয়ে দে।'

কর্তা-সাহেবের হুকুম কি নড়চড় হয়? ভজা নামের লোকটা কোমর বেঁকাতে বেঁকাতে দারুণ ব্যথার শরীরটা কোনওরকমে টেনেটুনে অত্যন্ত ভক্তিভরে বড় রাস্তার উপর উপুড় করে দিল।

দলে কতগুলো হাতি এসেছে তা ঠিকমত গোনা যাচ্ছিল না। ওরা এত খুশি যে তা আর বলার কথা নয়। দলের মোড়ল মোহন কিন্তু এসব ফলের একটাও স্পর্শ করল না। সে মুখের বেলটা নিয়ে একবার এদিক একবার ওদিক করতে করতে ডান পা তুলে শুঁড় উঁচিয়ে উঁয়াউঁউঁ হুঙ্কার দিয়ে ওদের পথ ছেড়ে দিতে বলল। এবারকার এই ডাক, ডাকের এই সংকেত মারুম হাতির বুঝতে এতটুকু কষ্ট হল না। সে তার তাগড়াই শরীর নিয়ে অনায়াসেই গাছের গুঁড়ি সরিয়ে দিল। যেন ক্রিকেট জয়ের পর বিজয়ী ব্যাটটা বগলে তোলার মতন শুঁড়ে পেঁচিয়ে গুঁড়িটা তুলে রাস্তা দিল ফাঁকা করে। পড়ে রইল জিপ আর সামনে ফলের ঝুড়ি। বুড়ো মানুষটা খুশি মনে হেসে দিল। কী দারুণ বুদ্ধি। মোহন বনের সীমানায় দাঁড়িয়ে শুঁড় দোলাতে লাগল। ক্লিয়ার! ক্লিয়ার! গাড়ি ছেড়ে দাও।

দেবে কি! ড্রাইভারের কী দশা সেটা তো সকলের নজর এড়িয়ে গেছে। সত্যিই তো! গাড়ি ছাড়ছে না কেন? মোহন তো সিগনাল দিয়েই দিয়েছে। যেমন গাড়ি তেমন আছে। ড্রাইভারদাদা ঘুমিয়ে গেছে। কী হল, ড্রাইভারদাদা কাঁচের ভিতর দিয়ে মুখ বাড়িয়ে

আছে কেন? সত্যিই কি ঘুমিয়ে গেল? নাকি ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে গেল লোকটা। – মোহন আবার জঙ্গল ছেড়ে রাস্তার দিকে এগোয়।

এতক্ষণ বুঝতে পেরেছেন অফিসার, হাতি আসলে জানোয়ার হলেও জানোয়ার নয়। পেটে পেটে বুদ্ধি। আবার কী দাবি নিয়ে আসছে? নাকি..., সরকারি অফিসার তো ভয়েই জড়সড় নাকি ভয়ানক কিছু অন্যায় হয়েছে। অফিসার বিড়বিড় করে কী যেন মুখস্ত আউড়ে যান। ও বাবা, অন্যরাও দেখি ফল চিবুতে চিবুতে এদিকেই আসছে। সবারই এখন ঠক্ ঠক্ কাঁপুনি দশা।

পড়ে কী বুঝলে?

1. অফিসার ভজাকে কিসের ঝুড়ি নামিয়ে দিতে বললেন?

   (ক) ফলের ঝুড়ি (খ) আলুর ঝুড়ি

2. কোন হাতিটি গাছের গুঁ0ড়িটা সরিয়ে রাস্তা ফাঁকা করে দিল?

3. মোহন হাতির মুখে আস্ত কী ফল ছিল?

কিন্তু না। সেসব কিছু নয়। দস্যু মোহন খুব শান্ত ধীরে জিপের সামনে এসে দাঁড়ালো। দাঁড়িয়ে শুঁড় বাড়িয়ে ড্রাইভারদাদাকে কাঁচের কবল থেকে মুক্ত করে দিয়েই পা ফেলল থপ থপ।

জিপে ভটর ভটর আওয়াজ উঠল। জিপে হর্ণ বাজল। মোহন কিন্তু আর পিছন ফিরে তাকালো না। ও যা বোঝার বুঝে গেল। মুক্ত হল সরকারের জিপ। মুক্ত হয়েছে মানুষজন। গাছের পাখিরা ডেকে উঠল–কিক্ কিরিক্...।

সঙ্গী হাতিরা বনের মধ্যে হাঁটতে লাগল। ঘুরতে লাগল। তবে রাস্তার কাছাকাছিই। আবার কখন ডাক আসবে। মোহন হাতির ডাক ঃ উঁআউঁট...তাহলেই বুঝতে হবে গাড়ি আসছে। খাবারের গাড়ি। মোহন সেই জায়গায় গাছপালা আর সবুজ পাতার সঙ্গে মিশে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা দোলায় আর শুঁড় নাচায়। মুখে তার আস্ত বিল্বফল।

''আসবে এস্–স্বাগতম্।
বনের পথে মোদের জন্যে
ট্যাক্সো এনো এইরকম।''

জেনে রাখো

ট্যাকসো	–	ইংরাজি শব্দ Tax যার অর্থ কর, খাজনা (গল্পে ট্যাক্স শব্দটি ট্যাকসো হয়েছে)
ফুলস্পিডে	–	তীব্র বেগে, খুব জোরে
ড্রাইভার	–	গাড়ির চালক
বাংলা	–	এক বিশেষ ধরনের বাড়ি
ফরেস্ট	–	জঙ্গল
লোক–লস্কর	–	লোকজন, দলবল
আক্রমণ	–	হামলা
হুঙ্কার	–	গর্জন করা
হুকুম	–	আদেশ
সারিবদ্ধভাবে	–	লাইন দিয়ে
মাথার টোকা	–	তালপাতা বা কঞ্চি দিয়ে তৈরি একপ্রকারের মাথার টুপি যেটা মাথায় দিয়ে চাষিরা কৃষিকাজ করে।
বিঘত খানেক	–	হাতের তালু প্রসারিত করলে বুড়ো আঙুলের মাথা থেকে কড়ে আংগুলের মাথা পর্যন্ত মাপ, আধ হাত মাপ।
বিল্বফল	–	বেল, এক প্রকার ফল

জেনে রাখো : পৃথিবীতে যত জীব–জন্তু, পশু–পাখি, গাছ–পালা আছে তাদের সবারই বেঁচে থাকার অধিকার আছে। তবে ভেবে দেখো, যদি আমরা গাছ–পালা, জঙ্গল কেটে সব নষ্ট করে দিই তাহলে জঙ্গলের জীব–জন্তু কি ভাবে বেঁচে থাকবে? যদি ওরা না বেঁচে থাকে, তাহলে আমরাও কি নিশ্চিন্তে জীবন যাপন করতে পারবো? বনের পশুরা বন ছেড়ে জনপদে এসে উৎপাত করছে। তাতে আমাদের বিপদ বাড়ছে। সুতরাং তাদের কথা আমাদেরও ভাবতে হবে।

তোমরা কী জানো হাতি আমাদের কত উপকারে লাগে? আমাদের দেশের বহু এলাকায়, বিশেষ করে মেঘালয়, আসাম, অরুণাচল প্রদেশ এবং দক্ষিণ ভারতের বহু এলাকায় গেলে দেখতে পাবে হাতির সাহায্যে মোটা মোটা গাছের বড় বড় গুঁড়ি বা কাঠ টেনে গাড়িতে বোঝাই করা হচ্ছে। অনেক দুর্গম এলাকায় হাতিকে যাত্রী বহনের কাজে ব্যবহার করা হয়। অনেক শোভাযাত্রায় হাতিকে শোভা বাড়াতে দেখা যায়। পর্যটকদের আকর্ষণ করার জন্যও হাতিকে কাজে লাগানো হয়।

পাঠবোধ

1. ঠিক শব্দ দিয়ে খালি জায়গাগুলি ভরো।

   বাংলো, সহকর্মী, লস্কর, ক্ষতি, তেষ্টা

   ক. শিলিগুড়ি শহর থেকে সরকারি................অনেক দূর।

   খ. অফিসার আর............সবাই নতুন.

   গ. হাতিদেরও খিদে.........পায়।

   ঘ. মানুষরা কি কম..............করেছে।

   ঙ. হেঁটে আসছে গদাই...........চালে।

অতি সংক্ষেপে উত্তর দাও ঃ

2. বাচ্চা হাতির নাম কী?
3. হাতিরা মানুষজনদের কাছে কী চায়?
4. কে গাছের গুড়িটা রাস্তায় ফেলে দিল?
5. কে বলল? 'বাবু মশাই হাতিরা খাবার চায়'।
6. এতক্ষণে অফিসার বুঝতে পারলেন। কাদের পেটে পেটে বুদ্ধি আছে?

সংক্ষেপে উত্তর দাও

7. সরকারি অফিসার জিপে করে কোথায় যাচ্ছিলেন?
8. হাতিদের রাস্তা আটকানোর কথা ও এই নতুন রীতি সম্বন্ধে কাদের জানা ছিল না?
9. ধীরে-ধীরে কে এসে কাঁচের কবল থেকে কাকে মুক্ত করে দিলো?

10. শিমুই কে? ওকে দলের মাঝে কেমন লাগছিল?

11. অবশেষে মোড়ল হাতির মুখে বিল্বফল নিয়ে পাতার সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিল?

বিস্তারিতভাবে লেখো

12. 'ট্যাকসো দিও হাতির' গল্পের মধ্যে হাতিদের খাবারের জন্য কী করা হলো? বর্ণনা করো।

13. খাবার পেয়ে হাতিরা লোকদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করলো?

14. সত্যিই হাতিদেরও দয়া-মায়া আছে কী ভাবে বোঝা গেল? বর্ণনা করো।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

সামনে	দুষ্টু
সরকারী	দূরে
শহর	বাচ্চা
অন্যায়	এগিয়ে

2. শব্দগুলির বহুবচনের রূপ লেখো

হাতি	ঝুড়ি
গাছ	মোড়ল
শিশু	রাস্তা

3. শব্দগুলি দিয়ে নতুন শব্দ তৈরি করো যার শেষ অক্ষরে মিল আছে ।

যেমন : দোলনা, খেলনা

মমতা	রীতি
ময়লা	মাসি
জামাতা	অঞ্জনা
বাতাসা	মিল